হেলেন কেলার

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ মুখবন্ধ ॥

হেলেন কেলারের কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাও তাদের পাঠ্য বইতে তাঁর লেখা পড়েছে। তাই তারাও তাঁর নাম জানে। কিন্তু তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা সবার জানা নেই। বাংলা ভাষায় সম্ভবত এ ধরনের বই পাওয়া যায় না। আমি যখন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়ি তখন হেলেন কেলার আমাদের বেহালার অন্ধ বিদ্যালয়ে আসেন। আমার বাবার মুখে আমি তাঁর অনেক গল্প শুনেছি। বড় হয়ে যখন আমি তাঁর লেখা অসাধারণ, চিরায়ত বইগুলো পড়েছি তখন মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি এ জীবনকথা প্রতিটি আশাহত জীবনে, পেছিয়ে পড়া মানুষের কাছে সঞ্জীবনী-সুধা হতে পারে। জীবনের প্রতিবন্ধকতার বাধা অতিক্রম করে জয়ী হতে গেলে সব থেকে বেশি প্রয়োজন মনোবল এবং নিজের উপর আস্থা। হেলেন কেলারের জীবনী এবং তাঁর কর্মধারা তাই আমাদের সবার অবশ্য পাঠ্য।

শৈশবে হেলেন ছিলেন অসম্ভব প্রাণ-চঞ্চল। তার দৌড়-ঝাঁপ, দুষ্টুমি, আর কল-কাকলিতে মুখরিত হয়ে থাকত সারা বাড়ি। এমন মেয়ে মাত্র উনিশ মাস বয়সে রোগের প্রকোপে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। সেই সঙ্গে চলে যায় তাঁর শ্রবণ-শক্তি, লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর কথা বলার ক্ষমতাও। শুধু অন্তরের প্রবল ইচ্ছাশক্তি বজায় থাকল, আর জাগর রইল চেতনা। এই সম্পদকে পাথেয় করে একদিন বিশ্বজয় করেন হেলেন

কেলার। নিজের দহনের আলোতে লক্ষ লক্ষ প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন তিনি। ইংরেজি ছাড়াও ল্যাটিন, ফরাসি, জার্মান, গ্রীক জানতেন। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক উপাধি পেয়েছেন। পৃথিবীর সব দুঃখী প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতিনিধি ও দূত হয়ে সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অসংখ্য লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বঞ্চিত মানুষদের এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজও পৃথিবীর শুধু প্রতিবন্ধী নয়, সব হতাশাগ্রস্ত মানুষের একান্ত আশ্রয়-স্থল তাঁর জীবনকথা, তাঁর আশার বাণী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন বলেছেন—ঊনবিংশ শতাব্দীর দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র—নেপোলিয়ন এবং হেলেন কেলার। নেপোলিয়ন গায়ের জোরে পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিফল হয়েছিলেন। হেলেন চেয়েছিলেন মনের জোরে পৃথিবী জয় করতে এবং তিনি সফল হয়েছিলেন।

হেলেন কেলারের জীবনকথা ছোট করে, সহজ করে সবার জন্য লেখার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। আমার সাহিত্য-জীবনের পথ-প্রদর্শক, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত লেখক ড. নিতাই বসুর উৎসাহে আমি এ কাজে হাত দিই। গ্রন্থতীর্থ প্রকাশনীর শ্রীযুক্ত শঙ্করীভূষণ নায়কের উদ্যোগে আমার স্বপ্ন সফল হল।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যদি কেউ হেলেন কেলারের জীবন থেকে এতটুকু উৎসাহ পান আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

লেখক

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

শৈশবের দিনগুলি

আমেরিকায় সবে তখন এক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ভাবনার অভ্যুদয় হয়েছে। উত্তরের দেশগুলিকে নিয়ে গঠিত ইউনিয়নের সঙ্গে দক্ষিণের দেশগুলির মিলিত শক্তি কনফেডারেসির মরণপণ সংগ্রাম থেমেছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসানের পর ১৮৬৫-তে প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের নেতৃত্বে নতুন দেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন সবার মধ্যে। সংযুক্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রীতদাস প্রথা দূর হল। দক্ষিণের দেশগুলি ক্রীতদাস প্রথা রদ করার বিরুদ্ধে ছিল বলে তারা সেনাপতি আর.ই.লি-এর নেতৃত্বে লড়াই করেছিল কিন্তু শেষ অবধি তারা হেরে যায় এবং ইউনিয়নে যোগদান করে।

দক্ষিণের দেশগুলির কনফেডারেসির একজন ক্যাপটেন ছিলেন আর্থার এইচ কেলার। উত্তর আলাবামার একটি ছোট্ট শহর টাসকাম্বিয়াতে তাঁর সুন্দর সাজান বাগান-ঘেরা বাড়ি। ক্যাপটেনের মা ছিলেন আর.ই.লি-এর সম্পর্কিত বোন। ক্যাপটেন আর্থার কেলারের থেকে কুড়ি বছরের ছোট, সুন্দরী মেয়ে কেট অ্যাডামস্ তার দ্বিতীয়া পত্নী। কেট ছিলেন বেশ লম্বা। বড় সুন্দর তার মুখখানা আর নীল সমুদ্রের মতো দুটি টানা চোখ। বিয়ের পর তাঁরা যে বাগান বাড়িটাতে থাকতেন সেটা ছিল আঙুরলতায় ঢাকা। তার চারদিক গোলাপ, হানিসাক্ল্ আর অসংখ্য বাহারি ফুল আর ফলে ভরা। এত সুন্দর বাড়িটাকে লোকেরা দূর থেকে বলত আইভি গ্রীন। পাখির কাকলিতে মুখরিত এই সুন্দর বাড়িতে

১৮৮০ সালের ২৭ জুন কেলার দম্পতির কোলে এল তাদের প্রথম সন্তান, —হেলেন কেলার। বাবা-মায়ের বড় আদরের মেয়ে হেলেন। ফুলের মতো মিষ্টি মেয়ে হেলেন খুব ছটফটে। সারাক্ষণ তার মাথায় খেলে যায় দুষ্টুমি বুদ্ধি। মাত্র ছ'মাস বয়সেই তার সবকিছুকে নকল করার অদ্ভুত ক্ষমতা সবাইকে অবাক করে

হেলেন যখন তেইশ

দেয়। এই বয়সেই সে অন্যদের বলার ধরণ নকল করে বলতে থাকে— "হাউ দ্যু, ই" (হাউ ডু ইউ ডু)। একদিন তো সবাইকে অবাক করে সে বলে বসল— টি. টি. টি (Tea, Tea, Tea)। এক বছর বয়েসেই হাঁটতে শিখে গেছে হেলেন। কার সাধ্য তাকে ধরে রাখে। সূর্যের আলো আর গাছের পাতার মধ্যে রৌদ্র-ছায়ার খেলার সাথী হতে সে মার কোল থেকে ছুটে চলে যায় বাড়ির সামনের বাগানে।

সূচিপত্র

শৈশবের দিনগুলি	১১
উত্তরণের পথে	১৯
আমেরিকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে হেলেন	৫৬
শিক্ষার অগ্রগতি	৬২
প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে হেলেন	৭৮
জীবনসঙ্গীর সন্ধানে	৮৮
মানব-কল্যাণে হেলেন	১০৪
জনতার মাঝখানে হেলেন	১২৮
বিশ্বপথিক হেলেন ঃ মনীষীদের সান্নিধ্যে	১৪২
জীবনপঞ্জী	১৫৭

ফুলে, ফলে, গন্ধে-ভরা প্রথম বসন্ত-শরতের দিনগুলিতে বড় আনন্দে মা-বাবার আদরে শুরু হয়েছিল হেলেনের শৈশব। কিন্তু ১৮৮২-র ফেব্রুয়ারির শীতের দিনগুলিতে হেলেন এক ভয়ঙ্কর অসুখে পড়ল। তখন তার বয়েস মাত্র উনিশ মাস। ভীষণ জ্বরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে রইল হেলেন। ডাক্তার জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। কী যে অসুখ জানা যায়নি। বলা হয়েছিল পেট আর মস্তিষ্কের অসাড়ত্ব। আজকের দিনের চিকিৎসাশাস্ত্রে এর কোনো অর্থ হয় না। বর্তমানে ডাক্তাররা মনে করেন সম্ভবত হেলেনের এনকেফেলাইটিস্ হয়েছিল। বিশেষ এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে এই রোগ হয়। আজও এটি একটি কালান্তক ব্যাধি। ডাক্তারের আপ্রাণ চেষ্টায় হেলেনের জ্বর কমল। হেলেনের বাবা-মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। হেলেন মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে। হঠাৎ মা লক্ষ করলেন হেলেন তাদের দেখতে পাচ্ছে না। বাবা ভাবলেন আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কেট কেলার আরো লক্ষ করলেন হেলেন তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না— প্রাণপণে চিৎকার করলেও সেদিকে ফিরে তাকায় না হেলেন। তাঁরা বুঝলেন তাঁদের আদরের প্রাণচঞ্চল হেলেনের জীবন থেকে চিরদিনের জন্য আলো নিভে গেছে, সব শব্দ থেমে গেছে। সে কোনো কথা বলতে পারে না। হেলেন শিশুদের মতো নানান আওয়াজ করে দু-একটা শব্দ বলে, যেমন জল বোঝাতে "ওয়া" (ওয়াটার) কিন্তু আরো যে-সব শব্দ সে শিখে ছিল সবই সে ভুলে যেতে লাগল কারণ সে তো কোনো শব্দ শুনতে পায় না। হেলেনের জগৎ এক নিস্তব্ধ অন্ধকার কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেল। বাড়ির অন্যরা হেলেনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন বুঝতে পারতেন না। মায়ের কোলে বসে হেলেন ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে মায়ের মুখটা বোঝবার চেষ্টা করে। মা কাজে গেলে মায়ের জামাটা আঁকড়ে ধরে সে

সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। হাতের কাছে যা পায় তাতে হাত বুলিয়ে জিনিসটা বোঝবার চেষ্টা করে। যখন কিছুই বুঝতে পারে না তখন রাগে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। হেলেন তার এই সময়ের কথা বড় হয়ে যখন লিখেছেন তখন বলেছেন, আমার মনে হত যেন অন্ধকার রাতের মধ্যে আছি, কিছুতেই আর দিনের আলো ফুটছে না। কখনও কখনও কোনো জিনিস জড়িয়ে ধরে তার নড়াচড়াটা ভালো করে লক্ষ করত হেলেন। আস্তে আস্তে অন্যদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের চেষ্টা শুরু করল। হাত-পা নেড়ে নানান ভাবভঙ্গী করে নিজের প্রয়োজন বোঝাত, নিজের মনের কথা প্রকাশ করবার চেষ্টা করত। মাথাটা জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে বোঝাত 'না', আবার আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে বোঝাত 'হ্যাঁ'। কাউকে আসতে বলতে চাইলে তাকে প্রাণপণে টানত, আর তাকে যেতে বললে ঠেলবার ভঙ্গী করত। রুটি খেতে ইচ্ছে করলে রুটি কেটে তাতে যেভাবে মাখন মাখায় সেটা হাত দিয়ে অনুকরণ করে বুঝিয়ে দিত। আর আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে হলে ফ্রিজারটা চালাবার ভঙ্গী করে নিজে শীতে কাঁপতে থাকত। মা, কেট কেলার মেয়ের প্রয়োজনটা তার ভঙ্গী আর হাবভাব থেকে বুঝে নিতেন। সবাই একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হল যে অসুখে তার মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে হেলেন ক্রমশ একটু খেয়ালী হয়ে পড়ল। অল্পেই ক্ষেপে যেত, হাত-পা ছুড়ত। মাঝে মাঝে লক্ষ্মীমেয়ের মতো মাকে কাজেকর্মে সাহায্যও করত। কোনো নির্দিষ্ট জিনিস ঘরের কোণ থেকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পেতে ঠিক মাকে এনে দিত। জামা-কাপড় ভাঁজ করে রাখত। বাড়ির লোকদের জামায় হাত দিয়ে বুঝতে পারত তারা বাড়ির বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে। অমনি হেলেনের তাদের সঙ্গে যাওয়া চাই। অনেক সময় দেখা যায় অন্ধ ছেলেমেয়েরা খুব ভীতু প্রকৃতির হয়, এক জায়গায় বসে থাকে, সহজে কোথাও যেতে চায় না। তারা

হাঁটতেও শেখে দেরিতে। হেলেন কিন্তু ঠিক বিপরীত। দরজায় কেউ এলে দরজা বন্ধ বা খোলার শব্দের অনুরণন সে যেন কীভাবে অনুভব করতে পারত। অমনি দৌড়ে চলে যেত ওপর তলায়। সে বুঝতে পারত এবার তার ভালো জামাকাপড় পরা উচিত। কখনও সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পুরু করে মুখে পাউডার মাখত, তারপর বেশ আঁটিসাঁটি করে জামার উপর একটা ওড়না পরে সাজগোজ সেরে অতিথিদের সামনে আসত। রাগ হলে এক ছুটে চলে যেত বাইরের বাগানে। সবুজ পাতার মধ্যে মুখ গুজে তবে তার শান্তি। বাড়ির বুড়ো কুকুর বেলের সঙ্গেও তার বেশ ভাব। মাতব্বরি করে তাকে নানান কিছু শেখানোর চেষ্টা। কিন্তু বেল তো অত বাধ্যের নয় তাই বেচারাকে হেলেনের হাতে পিটুনি খেতে হয়।

তাড়াতাড়ি নিজে নিজেই একটা কাজ করে ফেলার দিকে হেলেনের বেশ ঝোঁক ছিল কিন্তু তাতে বিপদও ঘটে যেত অনেক সময়। হয়তো জামাটা জলে ভিজে গেছে অমনি হেলেন চলল বসার ঘরের চুল্লিতে জামা শুকোতে, দেরি হচ্ছে দেখে জামাটা মেলে ধরল একদম আগুনের উপর। অমনি কাপড়টা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। জামাকাপড়ে আগুন ধরে গেল। হেলেনের চিৎকার শুনে বুড়ি নার্স ছুটে এসে আগুন নেভায়।

অন্ধ আর বধির হলে কি হবে, পাঁচ বছরের হেলেন কোনো কিছু তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে পটু। সদ্য তালাচাবি বন্ধ করতে শিখেছে। অমনি শিক্ষার প্রয়োগ চাই। মা ভাঁড়ার ঘরে কাজ করছেন, চুপি চুপি বাইরে থেকে দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে দিল হেলেন। বাড়িতে কেউ নেই। মা চিৎকার করছেন, দরজা ধাক্কাছেন, আর হেলেন বারান্দায় বসে মিটিমিটি হাসছে। ঘণ্টা তিনেক এইভাবে মা বন্দি হয়ে রইলেন ভাঁড়ার ঘরে।

বাবা, আর্থার কেলার তাঁর এই দুঃখী মেয়েটিকে ভীষণ